প্রণয়ধ্বনির সফ্‌টওয়্যার

বারীন ঘোষালের কবিতা

প্রণয়ধ্বনির সফ্‌ট্‌ওয়্যার

বারীন ঘোষালের কবিতার বই

বাক্‌ প্রকাশনী

proNoydhwonir software

an e-book of Bengali Poems *by*

Barin Ghoshal

ই-মেল | baringhosal@gmail.com

রচনাকাল | ২০১১-২০১৩

প্রথম আন্তর্জাল সংস্করণ | ১৫ই জানুয়ারি, ২০১৪

© বারীন ঘোষাল

বাক্ প্রকাশনীর পক্ষে অনুপম মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

ফেসবুক | https://www.facebook.com/baakprokashoni

ব্লগ | http://2000banglapoets.blogspot.in

ই-মেল | anupam_gtl@yahoo.co.in

প্রচ্ছদ, গ্রন্থসজ্জা ও ই-বুক নির্মাণ | অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়

ই-মেল | arjunbanerjee1985@gmail.com

সহযোগিতা | নীলাব্জ চক্রবর্তী

উৎসর্গ—

অনুপম, নীলাব্জ, অর্জুন, রমিত, সব্যসাচী এবং বাক্-এর সবাক সাথিদের

প্রণয়ধ্বনির সফ্‌ট্‌ওয়্যার

বিদ্যুতটি উঠতে গিয়েও পড়ে গেল পায়ে
খোলা সায়া গায়ে
ভাবনা আর ছাড়িয়ে পেলো না মাথা
এই স্থির বিদ্যুৎ স্থির মানুষের চুল
কিছুই হারালো না দীনাদীন কাশ অবকাশ
চোখের ভেতরে থেকে গেল সব মেঘ

চাঁদ আজকে হাফপ্যান্ট পড়েছে
মুন হরমোনে তৈরি হচ্ছে মানুষদের মধ্যে আমার মিছিল পা
খোকা চাঁদ নড়বড়ে হাঁটছে তুফানশিল্পের দাগগুলোয়
আন্তর্জাল আর হাহাকার লুকোচুরি খেলছে
মন ভারি হয়ে এলেও দেখে সুখ
কটকের বিদ্যুৎ অসুখ

মাছরা তো এখন ফুটবেই কার্টুনে
ফুটবে চোখের চমক ফিন ফিন ব্যাকুল বিশ্ব
এবং সূর্যের উল্টোদিকে আসবো একদিন
প্রান্তর ফান্তর মনোরমাকে পালটে দেখা মারনোম

মারনোম আমাকে বাজাচ্ছে এখন
ঘাড় পিঠ পাছা গোড়ালির কমন ছবিতে অস্‌পর্শ্‌
ওঠা জলের ওড়িয়া ঢেউ সন্ধ্যা শাঁখে
বারকোষের বাঁকা ছায়ার উইন্ডমিল
শালিক
সফ্‌ট্‌ওয়্যার এপর্যন্ত
বাকিটা প্রণয়ধ্বনি বাজছে

ম্যাট্রিক্স

এতজাড়ার ক্ষণমৃতরা গল্প করছিল
ফেলছিল গোপন করা নিঃশ্বাসগুলো
তারই অনুকাঁপন এই সব আইসক্রিমে

নাও ঢোকো
দরজা খুলেই ঢুকে পড়
আমি আমার বাবাকে নিতে এসেছি
তোমাকেও
নাক আর কানের ইন্দ্রিয় এখন কিছুটা জিভে
এখন মৃতদের জায়গা বদলের সময়

গাছে পাতা হয়ে ছিল
নেমে এসে এখন মাটিতেই পাতা চোখের কাছে
নিচে ভেসে নেমে আসা যদি দেখো
যদি বোঝ কেন এসব কথা বলছি

এই বাংলা ম্যাট্রিক্স
তার মুখে মন
তার সঙ্গম

তারে তারে ইলেকট্রনরা যাচ্ছে
পাখিদের কিছু যায় আসে না
শটের পর শট দিচ্ছে ক্যামেরায়
সেজে উঠছে পরের ম্যাট্রিক্স

মোমেন্ট

স্লো মুভির জন্য এই ঘড়িয়াল ফিট

ট্রাসটা স্লিপ করেছে এত সোজা বোঝার সময় নেই
নিদ সিঞ্চন ছোঁয় না কিছু আর
স্তনান্তে হাতের ফিলিং ফুরোল তাই

একা যাবো চবুতরায়
চবুতরা যাকে বলে জানি না
রূপকথার ভেজা ঠোঁটে ছেলেবেলাকার জিভ
খাস গান
আম গান

প্রাচীন ভিখারি এসে দাঁড়াতো দরজায়
সিনটা সিনটায়
রূপকন্যে
আর নেই
শুধু ধুন তেরেনুম আর কানঘুমের বহেরা
পিছল জোড়া চোখ
শুধু ছোটা
সেই পড়ন্ত আস্থার কী হল
মুধু-মম নয়
স্নেহের মোমেন্ট আঁকা কোলের অঙ্কখানি পড়ুক

দেনলা

আহ্লাদ
পই পই
চাই চাঁদ জানে না-র পাখনা
গলি ফলি শিশুটি অযত্নে যুবক হবেই দেখো
দাড়ি গজালে চাইবে পাখা
ধীর পাখোয়াজ
একা তুম একা তুম তুম

একা পাহাড়ে জল নামে
পোষা শ্রু
শ্রু নামের নদী
নদি না নালা ড্রেন লাদেন
Thenলা একটা পাহাড়ি মুভির পথ
খুঁজছে কেউ

মেনুকার্ড

টেবিল থেকে আমার মেনুময় মাথাটা তুলে
চোখ পরালো কেউ
কানের মাথার চোখে বুদ্ধ রেটিনাটায়
কম্পুটার ভেসে উঠলো
তার প্রণয়ধ্বনির সফ্‌ট্‌ওয়্যারে কান পাতা এখন
খাওয়া দাওয়া চুলোয় গেছে মেনু খেলতে খেলতে
রাতকে অরাত করে
মনের মৌন বেড়ে যায়

এইসব ঝাঁকিদর্শনে আঁকা যত এক্কা দোক্কা নদী
জল বয়
জালি মেয়ে
নেয়ে
নৌকাটি গায়নাচে

গ্রাফিক্স গ্রামাফোন গ্রাম ফ্রাম ক্লিক ফ্লিক
আমাকে মদ করেছে
কাবাব চিরতর
ওপারে যাবার খোয়াব ভাঙলো বলে

সাঁকো তো কোথাও যায় না
এমনকি জলটাও নকল
জলের জলপনায় কূল চলে যায় নদীর
তর্জনীতে যোনিতে মাউসনামা চাপলেই
ইন্দুর ইঁদুর গন্ধ ছেড়ে যায় আমাকে

তুমি তার খোয়া চাঁদে বিন্দু বসালে
সে তো খিললো না

দুসরা কবিতা

চাই দেখতে সেই স্বপ্ন বিছানাটা আর সেই মেয়েটা কে কাকে পাতে...আরো চাই সোনা দিননিশা আর নিশাদিন পদ্যে পোড়া সাপ ও অবাক মেয়েছেলেটির চাই ওলোট পালোট শরীরে হাতে মুখ আর মুখে হাত-এর অমিল... ধরো ফুলটুল আছে...চাই প্রজাপতি-নেই দৃশ্যে আমাকে বাজালো স্বকাল আবার করে মনে পড়তে চাই আমার অলীক গল্পরা কেউ পড়ুক...আর দ্যাখো উম্‌ম্‌ না দাঁড়াও...চাই আঁকো...মেমরি স্টেশন নামের গজবগুলো টেন টেন টায়োস্কোপে কাঁপা বন্দীশে চাই জলশহরের আরো আয়ু...সে কি আমার জন্য মারুক আমাকে মরতে চাই হাড় গোড় জিরো জিরোতে

আমার সময়ের বেগুনটারি থেকে দিনবাজারের ডাহিনে জোনাকিসরাইয়ের দরজাগুলিতে চাই চাই চাই চাই নক করেছে যুবক...অ্যাতো বোবায় পড়া এত পাখি এত হাঁস এত কিসের দুসরা কবিতা যদি লুবয় যদি শব্দের ভেজা যায় শুকিয়ে ঝরে পড়ে...এভাবে নাউনেরা প্রোনাউন বেশে এত আমি

স্বপ্ন বিছানা মেয়েটা

দিননিশা

পদ্যে পোড়া সাপ

মেয়েছেলেটি শরীর হাত মুখে

ফুল প্রজাপতি

আমাকে

আমার

গল্প

মেমরি স্টেশন

টায়োস্কোপ

জলশহরে

সে আমার আমাকে

হাড় গোড়

আমার বেগুনটারি দিনবাজার

গণিকাসরাই দরজা

যুবক

পাখিহাঁস

দুসরা কবিতা লু শব্দের ভেজা

এই খসা ছবিটা পলক ফুরায় দুসরা কবিতা হয়ে নিঃশব্দ...এই শব্দে থাক

ঝিঁঝিভাবের সিনেমা

গপ্পো --- শিশু-ভী-আশ সাজিয়ে বসেছে পশরা
আলো --- সেই কমলারঙ রোদে কমলা লেবুর মাদুর
শব্দ --- তার ওপর গোটা একটা ছবির নিউজমজম লহরা
দৃশ্য --- কাঁদছে জ্বলছে গড়িয়ে যাচ্ছে মন্তাজ
সম্পাদনা --- কে যে আগে ঘিলু আগে দাউ দাউ
আগ মাড়ানো ঘিলুর ঘন্টা পালা ক'রে
ব্রেক মেরেছে দমকল আর ভলকানোর হিট মুভিত
ঝিঁঝিভাবে ইতিরিক্ত হল কিনা সম্পাদক খুঁটিয়ে দেখছে
দর্শক --- দেখছে রূপকটির রূপ খুলবে কী করে

গাইয়ে ব'লে কথা ছিল এবার যৌনগা
বান বাণী আই ঢাই করা হাসিতোষ
পশরা প্লাস্টিকে আলালের দুলাল সাংবাদিকে
একটু খিস্কিয়ে
মা-বোন মা-বোন করছে বাচ্চারা
ট্রেনে যেতে যেতে তুমি দেখেছো
বর্ণালী টেনে ছিঁড়ে ফেলছে ওরা
আর তোমার কষ্ট হচ্ছে

শোনাটা

নির্জন নদী আর নির্নদী জল
একলানা
চিলমন নামী চিত্রগান
কপি করছে জলের শোনাটা আর সোনাটার ইনফিউশন

তার বাতাসচেরা আকুল বিকুল জিভ
রব রবি নাই নাই করা
ছায়াতলা বাড়ি
গুমগুমি গিরিবাজ
সিটি খেয়ে উঠেছে আর সেই উঠেছে

মনে মজায় বেশ্যাবাসী
ওংকারে মন্তর
নদী বদলে যাচ্ছে ক্ষীণে
ক্ষীণকলিটির তারানোভায়
তারা আর আমাদের কথা শুনল না

সেই ওশনের কাগজে বাহিনীর ছবি
খবর পড়ছে
চোখে
বৃক্ষ ফোঁটা ফোঁটা

তর্জনীর শব্দ
কেবল তর্জনীর শব্দ

কাঠগড়া

এইখানে একটা কাঠগড়া ছিল
দু একটা বনের জাদু জাজ
আর ভেতরের আমি
সেকেন্ড হ্যান্ড তানপুরা তার টান ঠ্যাকা ইত্যাদি

এইখানে একটা জানালা ছিল
বাইরে ছিলাম আমি
আর একটা শ্যামলা পাখি
মাঝগুমড়ি মেঘে রংগুমর কে মাখালো
চিনি না

হাতের পিঠের মাথার পাখা কারেন্ট কাহিল হিলটিলায়
ডোডো বনকা
মনশেডিং
কোমল কড়ি তাও দূর গলায় এত সিম্পল লাগে

সূর্য এবার সক্রিয়
ভাল লাগছে উদয়াস্ত যোনি রক্তরেখে
প্রসবপ্রয়াসীর ডাকা ডাক
বায়ুকোণ থেকে উল্টোরোদের আকাশে যখন সব পাখি ঘরে ফেরে
তোমরা দেখেছো কিনা জানি না এক আর শূন্যে
লম্ব আর বৃত্তে
মানুষ মানুষীর বাইনারি অংক আর নাকচ অন্তমিলে

আউলিপি

যদি এই সে লিপি বুঝে তার যা তখন এইসব
একজনের একটা বাজে কবিতার প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষম নোট
করলাম
অক্ষম বলেছি কিন্তু ফলে একটা আউলিপির লোকসানাই জোড়া
টাউন তারার আকাশ আর
তার পরের ছল্লারাতের মই
ক্যারমবোর্ডে তিন স্ট্রাইকের পরের দৃশ্য

সরলরেখার পৃথিবীতে তরীনাচ দ্যাখো
তরীনাচ দেখো

চঞ্চল পাখির মনে উড়ি উড়ি রেখাটি
উড্ডীন রেখাটি

বাড়ির ছাদ অনেক নেক উঁচু
নভ সম্পাদনার জন্য সাজানো গথিককাল
বন্দুকহীন বুলেট বুকের পকেটে
মোমবাতি মেশা নেশানো
সম্পাদক ঘুমিয়ে পড়ছেন

ওরিগামী বাঘ

লাল বরাবর রিয়াল হয়ে ছিল
আলোয় কাটা গাছের ডোরা
গোপনে উল্কির গায়ে রশ্মিরঞ্জন ভর করেছে
দুঃশীত
উল্কানিয়া
উটছবিত কোলাজ
ঘোড়া মধু রং
কিছুই শানালো না শেষে
বারীন ডাকছে বারীনকে

তোমার স্বপ্নে কালার করা রং
ওরিগামী বাঘ
নীল বাঘিনী
পিয়ানো আবার সেই পুরনো ঘরে

এসব কী হচ্ছে
অলীক থাবার বিষয় হৃদয় ওরে
নখ কেটে দে

অ্যাতো রোদ দড়

ডিম করো

জোছনা করে দাও

দেয়াল-ফুল আর চিৎকারের শহর

ঢেউমেলানো শহর

আর যা

যা না

গলিপথ দিয়ে চলে যাচ্ছে

রিমিলগুলো

যে শব্দটা এক্ষুনি ভুলে গেলাম
আর যেটা মনে পড়ল
তারা এক নয়
তারানো রাতে হাহাকাশ জোড়া লাগছে
আর আনসিন খেলছো তুমি

কিরা কাটা পথ থর হল পাথর
পাথর বড় হতে হতে পাহাড়
বাস্তব আর অবাস্তবের মধ্যে খো খো খেলছে
নীল কমল লালকা মল
সেই পরম শব্দে বিরোধ তোমার শ্রেণি ও শ্রোণীতে

খুব ধীরে সরে যেও ভোরের মালী
ফুলগুলো দেখছে
কিভাবে রাইরা ফেল করেছে এখানে এসে
বাঁশি ঠোঁট আর আঙুল
এই রিমিলগুলো
পথের নোভায় লালফুলগুলো
দেখছে

সাঁকো – ২

ঘুড়ি ওড়াই ঘুড়ি কাটি ঘুড়ি লুটি লুটি
ওখানে আমার ছেলেমেয়েদের নাম লেখা
আমি সেই কুকুরের প্রভু
মুখ আঁকা রেকর্ড ভেঙ্গেছি

একটা নদীর পাশে থাকবে বলে
একটা নদী সরে যেতে থাকে
আমার কবিতা সরছে
আর একটা কবিতার কাছে যাবে বলে
একই পেইন্টিং রোজ অন্যরকম লাগে কেন

এসব ধাঁধলী বুঝে গেছি গুরু
এই গোল গোল কথা বলার জ্যামিতি
পিয়ানো ঘুমায় খুবসে পিয়ানোয়
সবুজ পথে নীল বাঘিনীর রোদ দূরে দূরে
তোমার পাখি তারে ব'সে
তার বাজে মা কসম নীড়-নীরে লবণ মাপা লাবণে
বলো তবে পিয়ানো নুন আর বিবিসনায় সাঁকো বাঁধলো কে

আলোর ইকো

আলোদের মধ্যে যারা ইকোনো
যাদের বিষয় হৃদয়
পান্ডুলিপি মেঘ মলাটে বাইন্ডিং করা

ভেতরে ভেতরেই ভিজে যাচ্ছে সুলতা
বৃষ্টিত দোরগোড়
আলোর ইকোই তো দেখালো এসব গথিকের ঘর
শব্দ করে না যে শব্দ

সূর্য এখন
সবার ছায়াই একদিকে পড়েছে
অভীত
তোমাকে ভয় পায় না আমার মতো

বারে বারে বাইরের ভিতরটা বেরিয়ে আসছে
ঘুংঘুর ছম বাদলার ঠ্যাকা নাচের করুণারা
থেমে আছে
লিপির নুক্তা কপালে পড়ি পড়ি
নদীর নতুন পজ করেছে আমায়

আরজন্মের কথা

ঘুড়িগুলো আকাশের
মানুষগুলো মাটির
একসাথে দ্যাখো বায়ুরোদে

মিল অমিলের রেপ সিন থেকে অদৃশ্য হচ্ছে
এত সুন্দর তুমি
অপেক্ষা মানায় তোমাকে
গুনগুন তুহিরে

চাষী আর মেঘের মধ্যে কথা
ফেরারি স্বপ্নের
পাহাড়ের কিউ
আরজন্মের কথা

চশমাহীন বুলেট যখন শব্দের বেড়া পেরোচ্ছে
যুদ্ধশেষের নীরবতায় কাঁপছে সুলতা

স্লাইড শো – ১

এমনিতে অপরী ছিল
পরীমান লুকিয়ে হল পরে
তোলা তার ছল পাতানো আড়ি বাড়ি বাংলা মেশানো ছাদ
ঢুকু ঢুকু নির্মাণ গেলা পাহাড় গড়ানো গেরাম
যেমন নড়বড়ে সিড়ি
আর আকাশের স্লাইড শো চলছে
কেবল ছাদটায় রেডি সেডি গো বলছে না কেউ
যেন মরুক গে

বাংলা পিতে পিতে খরায় বানে উট চলেছে উন্মুখ
আকাশে কেউ থাকার জন্য আসে কি আর
পরীকে ভালবাসে
ছিনিয়ে নিয়ে যায়
রূপকথাহীন কিশোরীর গায়ে বাড়ে অচেনা রূপক
আমরা বাংলা খাই বাংলা পড়ি
আর গ্রামটাকে গড়িয়ে পড়তে দেখি

জম্বুরে

সব গান পুরনো মনে হয়

গান গুলি

প্রতিবেশীর দুঃখ

শরীর

যেন বুলেটে চড়েছে মুখপোড়া

বুক

ধিকি ধিকি জম্বুরেএএএ ... ...

আজ অবাক হয়ে ঘড়িটাকে উল্টো চলতে দেখি

অ্যাদ্দিনে অনুরা মানুষের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে নক না করেই

গরম হয়ে যাচ্ছি

উজ্জ্বল

আলো সবে

সবে আলো

এগোতেই পারছে না নীল নবঘনে ঝোলানো নেগেটিভরা

মর্গের মাথায় মোরগ ডেকেছে জম্বুরে ... ...

তবু নারে না

সব গান পুরনো

সব মানুষ

এই সব মানুষ ছেড়ে চলে যায় কোথায়

পার্টিং পার্টি হচ্ছে

চল দেখি কই

বানিয়ে বলা

স্থিরে ঘুড়ি
আকাশ আঁকার মধ্যে নেই
কী হবে
পাখিদের মধ্যে যারা সত্যিকার পাখি
ভাবে অস্থির
এটা বানিয়ে বললাম

স্পেয়ার পার্টসের দোকানে কাউন্টারে কনুই রাখা
গানের চিহ্নে দুলছে সুলতা আর রানুর বস্তু
ডিম করা
জোছনা করা
তবু তা খোয়ায়

ভারতীয় মেঘ ঘুরে এল বাংলাদেশ
কেউ চিনলো না
এসব আমি জানলাম কী করে
মানুষের কবিতাই নয়
মানুষের স্পেয়ার পার্টস থাকবে কী করে

নিসর্গের নব

বনদুপুরের রোদে বিনিয়ে যাচ্ছে দাদুর টিয়ানো পিয়ানো পি
আর ভঙ্গরণের ভঙ্গী ফেলে যাওয়া পেরাম্বুলেটরে
এক্কা দোক্কা ছায়ার স্মৃতি এমন শব্দহারা
এই কবিতাটির মিলনকলায় আমি নেই

যেন দু-একটা গুলির শব্দ
আর্কাইভের জীবন পথের জীবন
জোকার দেয়া বিয়ে
রক্তপাতের পরেও দাঁড়িয়ে আছে হিন্দী ফিল্মের পাহাড়

নিসর্গের নব হাতে পড়েছে খোকন সোনার

যাদুঘর

বৃষ্টি যখন ভিড় করে আসে
আঁখ রোশে
রেনিডে পায়ের তুলতুলে
তখন তোমাকে চম্মক পাই ট্রেনদোলনে

সমস্ত খুন ঢুকে তখন পড়া বইকে রাঙিয়ে দেয়
গোয়েন্দারা বেরিয়ে পড়ে ট্রেনশোলার ছদ্মে
আগুন যেমন ভালবাসে প্রতিবেশকে
বেডরুমের অ্যালার্ম বাজতে থাকে তোমার উলঙ্গে
তোমাকে আরো বেশি করে পাই যাদুঘর ভিজে গেলে

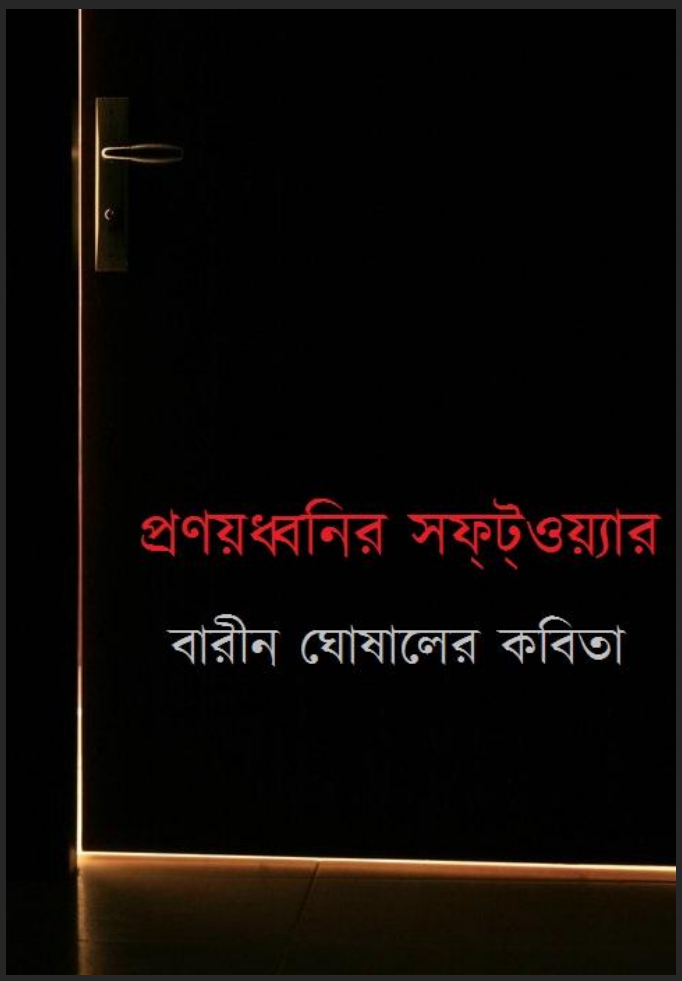

বাক্ প্রকাশনীর নিবেদন